প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১.০ পটভূমিঃ

মানবশিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকশে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সনে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,৫৭,৭২৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের উপর এবং তা বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিকভাবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশেষকরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট ও ১০টি প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। মানসম্মত শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ওয়াশব্লক নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন, আসবাবপত্র প্রদান, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্লিপ-ইউপেপ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ, পদসৃষ্টিসহ শিক্ষক নিয়োগ, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য মাঠপর্যায়ে যানবাহন সরবরাহকরণ, দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন, শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১.১ রূপকল্প (Vision):

সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা

১,২ অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

১.৩ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

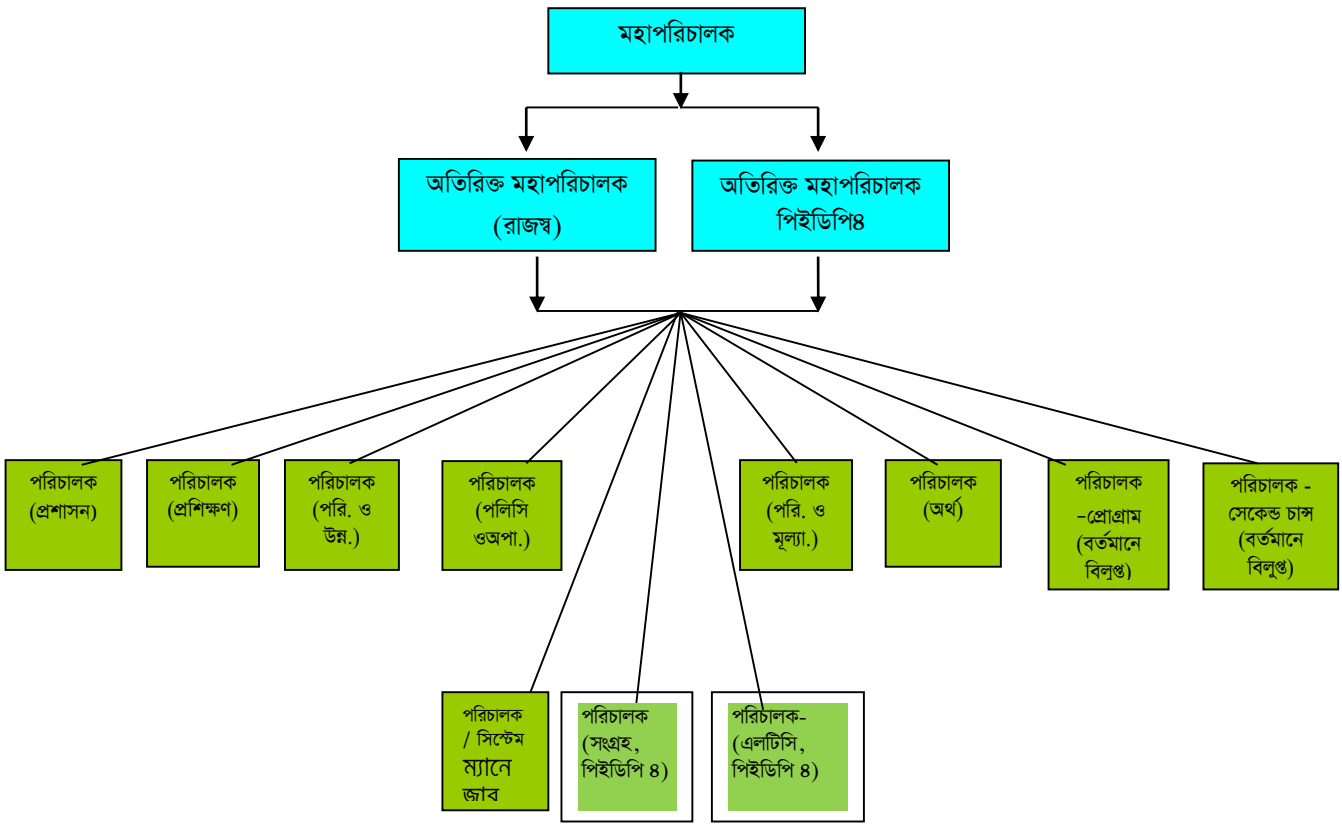

১.৪ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০১৭ অনুযায়ী):

বিদ্যালয়ের ধরণ	বিদ্যালয় গংখ্যা	শিক্ষক				শিক্ষার্থী			
		পুরুষ	মহিলা	মোট	%মহিলা	বালক	বালিকা	মোট	%বালিকা
ক) প্রাগম/প্রাশিঅ নিয়ন্ত্রিত (ক্রমিক ১-৮)									
১.জিপিএস	৩৮,৮৭৯	৭৭,২৫৬	১৬১,৬৩৯	২৩৮,৮৯৫	৬৭.৬৬	৪,৪২৮,২২৫	৪,৫১২,৯৬৪	৮,৯৪১,১৮৯	৫০.৪৭
২.এনএনপিএস	২৬,১৫৯	৪৮,৮৩৪	৬০,৫৩৩	১০৯,৩৬৭	৫৫.৩৫	১,৯২৩,১৩১	২,০৯৯,৬২৮	৪,০২২,৭৫৯	৫২.১৯
৩.আরএনজিপিএস	১৮০	২১৪	৫২৭	৭৪১	৭১.১২	৯,০৪১	৮,৮৯৫	১৭,৯৩৬	৪৯.৫৯
৪.এনআরএনজিপিএস	৩,০০১	৩,৮৪৩	৮,২১৭	১২,০৬০	৬৮.১৩	১৩৫,২৫০	১৩৯,৬২০	২৭৪,৮৭০	৫০.৭৯
৫. পরীক্ষণ বিদ্যালয়	৬১	৪১	২৮১	৩২২	৮৭.২৭	৫,৩২০	৫,২৩৩	১০,৫৫৩	৪৯.৫৯
৬.কমিউনিটি বিদ্যালয়	১১২	৮৫	৩১২	৩৯৭	৭৮.৫৯	৬,৭৭৫	৬,৬৮৬	১৩,৪৬১	৪৯.৬৭
৭. রক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়	৭,৩৭১	১,২২৭	৬,১২০	৭,৩৪৭	৮৩.৩০	১২৮,৪৮০	১৩১,৮৮৬	২৬০,৩৬৬	৫০.৬৫
৮.শিশু কল্যান বিদ্যালয়	২২৮	২৫৩	৫৯৭	৮৫০	৭০.২৪	৮,৮৭২	৯,৮৯৩	১৮,৭৬৫	৫২.৭২
উপমোট (ক):	৭৫,৯৯১	১৩১,৭৫৩	২৩৮,২২৬	৩৬৯,৯৭৯	৬৪.৩৯	৬,৬৪৫,০৯৪	৬,৯১৪,৮০৫	১৩,৫৫৯,৮৯৯	৫০.৯৯
খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় (ক্রমিক ৯-১১)									
৯.উচ্চ মাদ্রাগা গংযুক্ত এবতেদায়ি	৬,৫৮১	১৪,২৫৮	২,৬০৬	১৬,৮৬৪	১৫.৪৫	৪৪০,৯৩১	৪১৫,৬৯৬	৮৫৬,৬২৭	৪৮.৫৩
১০.উচ্চ বিদ্যলয় গংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৭৩৪	৫,০০২	৫,৬৫৬	১০,৬৫৮	৫৩.০৭	২১৪,২৮৯	২৪৪,০১৫	৪৫৮,৩০৪	৫৩.২৪
১১.এবতেদায়ি	৩,৮৬৭	৮,১৮৫	২,৫৮৫	১০,৭৭০	২৪.০০	১৯৫,৬৯২	১৮৪,৭৩৭	৩৮০,৪২৯	৪৮.৫৬
উপমোট (খ)	১২,১৮২	২৭,৪৪৫	১০,৮৪৭	৩৮,২৯২	২৮.৩৩	৮৫০,৯১২	৮৪৪,৪৪৮	১,৬৯৫,৩৬০	৪৯.৮১
গ) এমওগি নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় (ক্রমিক ১২-১৩)									
১২ কেজি	২৩,৫৪৪	৫৮,১০৪	৭৮,২৮৭	১৩৬,৩৯১	৫৭.৪০	৬৫০,১৩৫	৫৮০,৬৩২	১,২৩০,৭৬৭	৪৭.১৮
১৩. চা বাগান	৫৫	৬৩	৮২	১৪৫	৫৬.৫৫	২,৫৬২	২,২৭৫	৪,৮৩৭	৪৭.০৩
উপমোট (গ)	২৩,৫৯৯	৫৮,১৬৭	৭৮,৩৬৯	১৩৬,৫৩৬	৫৭.৪০	৬৫২,৬৯৭	৫৮২,৯০৭	১,২৩৫,৬০৪	৪৭.১৮
ঘ) অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র (ক্রমিক ১৪-২২)									
১৪.মন্দিরভিত্তিক শিখন কেন্দ্র	৭৭৫	১৯৩	৬৯০	৮৮৩	৭৮.১৪	১,১৬৫	৯৯২	২,১৫৭	৪৫.৯৯
১৫.গমাজ কল্যান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (MoSW)	৫৭	১২৭	১৩০	২৫৭	৫০.৫৮	১,৩৩৫	১,৪১৬	২,৭৫১	৫১.৪৭
১৬.ডিফ অ্যান্ড ডাম্প স্কুল	২৭	৭৭	৭৪	১৫১	৪৯.০১	৮১১	৭৩৭	১,৫৪৮	৪৭.৬১
১৭. মগজিদ ভিত্তিক শিখন কেন্দ্র	১,১১১	৬৩২	৫৫৯	১,১৯১	৪৬.৯৪	৩,৪৯৭	৩,৭৩৭	৭,২৩৪	৫১.৬৬
১৮.অন্ধদের জন্য বিদ্যালয়	৩	১১	৬	১৭	৩৫.২৯	১১১	১০৭	২১৮	৪৯.০৮
১৯. কারাগার সংযুক্ত শিক্ষা কেন্দ্র	৩	৯	৬	১৫	৪০.০০	২৯৮	২২২	৫২০	৪২.৬৯
২০. সিএইচটি স্কুল	৪৬	৮৫	৭৮	১৬৩	৪৭.৮৫	১,০৯৩	১,০৮৮	২,১৮১	৪৯.৮৯
২১.অন্যান্য ধরনে বিদ্যালয়	৬৬৮	৬৯৯	১,১১৮	১,৮১৭	৬১.৫৩	১৪,৩৮৩	১৪,৫৮৬	২৮,৯৬৯	৫০.৩৫
২২.কউমি	৫৪	২১৯	১৩	২৩২	৫.৬০	৩,০১০	১,৪৮৬	৪,৪৯৬	৩৩.০৫
উপমোট (ঘ)	২,৭৪৪	২,০৫২	২,৬৭৪	৪,৭২৬	৫৬.৫৮	২৫,৭০৩	২৪,৩৭১	৫০,০৭৪	৪৮.৬৭
ঙ) এনজিও ব্যুরো নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়									

২৩. এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়	৪,৭৯৩	১,৯৯৮	৭,৭১৬	৯,৭১৪	৭৯.৪৩	১০৭,৫৯৯	১১৮,২২৫	২২৫,৮২৪	৫২.৩৫
২৪.ব্র্যাক পরিচালিত বিদ্যালয়/কেন্দ্র	১২,৩৯৪	৪৪৭	১১,৪৪৩	১১,৮৯০	৯৬.২৪	১৮৮,৮৫৫	২১৬,৬৭৯	৪০৫,৫৩৪	৫৩.৪৩
২৫.অন্যান্য এনজিও পরিচালিত শিখন কেন্দ্র	২,১৯৮	২৭৬	২,৫৮৮	২,৮৬৪	৯০.৩৬	৩৭,১৭৮	৪১,৮৭৭	৭৯,০৫৫	৫২.৯৭
উপমোট (ঙ)	১৯,৩৮৫	২,৭২১	২১,৭৪৭	২৪,৪৬৮	৮৮.৮৮	৩৩৩,৬৩২	৩৭৬,৭৮১	৭১০,৪১৩	৫৩.০৪
সর্বমোট	১৩৩,৯০১	২২২,১৩৮	৩৫১,৮৬৩	৫৭৪,০০১	৬১.৩০	৮,৫০৮,০৩৮	৮,৭৪৩,৩১২	১৭,২৫১,৩৫০	৫০.৬৮

১.৫ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বছরের অগ্রগতি বিষয়ে তুলনামূলক চিত্র:

নির্দেশক		এপিএসসি	এপিএসসি	এপিএসসি	এপিএসসি
		২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৭
১. এপিএসসি'র আওতায় বিদ্যালয় সংখ্যা		৭৮,৬৮৫	১২২,১৭৬	১২৬,৬১৫	১,৩৩,৯০১
২. মোট শিক্ষক	পুরুষ	২০০,৭৪৩	২১৩,৪৯৯	২১৭,৭৯৮	২২২১৩৮
	মহিলা	১৯৪,৫৩৮	৩১৪,২৯৯	৩৩০,৪০৩	৩৫১৮৬৩
	মোট	**৩৯৫,২৮১**	**৫২৭,৭৯৮**	**৫৪৮,২০১**	**৫৭৪০০১**
৩. ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা (শ্রেণি: ১ম-৫ম)	বালক	৮,৪৭৩,৯৬১	৯,৩৬৯,০৭৯	৯,২২৭,৫৮০	৮৫০৮০৩৮
	বালিকা	৮,৫৬৩,১৩৩	৯,৬৯৮,৬৮২	৯,৩৭৫,৪০৮	৮৭৪৩৩১২
	মোট	**১৬,৯৫৭,৮৯৪**	**১৯,০৬৭,৭৬১**	**১৮,৬০২,৯৮৮**	**১৭,২৫১,৩৫০**
৪. প্রাক-প্রাথমিকে ভর্তিকৃত শিশু	বালক	৬২৭,৫২০	১৪,৫০,৫৪৬	১,৫৬৯,৯৩৭	১৮৪১২৪২
	বালিকা	৫৯৫,০৭৭	১৪,১৪,৩৩১	১,৫৫৯,৫৯৮	১৮২৬৬০৯
	মোট	**১,২২২,৫৯৭**	**২৮,৬৪,৮৭৭**	**৩,১২৯,৫৩৫**	**৩৬৬৭৮৫১**
৫. মোট ভর্তিকৃত শিশু (সকল শ্রেণি)	বালক	৯১০১৪৮১	১০৮১৯৬২৫	১০৭৯৭৫১৭	১০৩৪৯২৮০
	বালিকা	৯১৫৮২১০	১১১১৩০১৩	১০৯৩৫০০৬	১০৫৬৯৯২১
	মোট	**১৮২৫৯৬৯১**	**২১৯৩২৬৩৮**	**২১৭৩২৫২৩**	**২০৯১৯২০১**
৬. গ্রোস ইনটেক রেট-(জিআইআর)	বালক	১১৫.৪	১০৯.৫	১১০.৭	১০৭
	বালিকা	১১৮.৫	১০৯	১১৩.৭	১১২.৬
	মোট	**১১৬.৯**	**১০৯.২**	**১১২.২**	**১০৯.৮**
৭. নেট ইনটেক রেট-এআইআর	বালক	৯৮.৮	৯৭.৬৩	৯৭.৬২	৯৬.৬
	বালিকা	৯৯.৫	৯৮.০৭	৯৮.২৭	৯৯.৩
	মোট	**৯৯.১**	**৯৭.৯১**	**৯৭.৯৪**	**৯৭.৯৩**
৮. গ্রোস ভর্তির হার	বালক	১০৩.২	১০৫	১০৯.৩২	১০৮.১
	বালিকা	১১২.৪	১১৩.৪	১১৫.০২	১১৫.৪
	মোট	**১০৭.৭**	**১০৯.২**	**১১২.১২**	**১১১.৭**
৯. নেট ভর্তির হার	বালক	৯২.২	৯৭.০৯	৯৭.১	৯৭.৬৬
	বালিকা	৯৭.৬	৯৮.৭৯	৯৮.৮২	৯৮.২৯
	মোট	**৯৪.৮**	**৯৭.৯৪**	**৯৭.৯৬**	**৯৭.৯৭**
১০. সাইকেল ড্রপ আউট রেট	বালক	৪০.৩	২৩.৯	২২.৩	২১.৭
	বালিকা	৩৯.৩	১৭	১৬.১	১৫.৯
	মোট	**৩৯.৮**	**২০.৪**	**১৯.২**	**১৮.৮**
১১. সারভাইভাল রেট	বালক	৬৫.৯	৭৭.৯	৭৮.৬	৮১.৩
	বালিকা	৬৮.৬	৮৪.৭	৮৫.৪	৮৫.৪
	মোট	**৬৭.২**	**৮১.৩**	**৮২.১**	**৮৩.৩**
১২. কো-ইফিসিয়েন্স অফ ইফিসিয়েন্সি	বালক	৬২.৮	৭৭.৮	৭৮.৭	৮০.২
	বালিকা	৬১.৮	৮২.৩	৮৩	৮৩.৪
	মোট	**৬২.২**	**৮০.১**	**৮০.৯**	**৮১.৯**
	বালক	৫৯.৭	৭৬.১	৭৭.৭	৭৮.২৮

১৩. প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্নকরণ হার (১ম-৫ম)	বালিকা	৬০.৭	৮৩	৮৩.৯	৮৪.০৮
	মোট	**৬০.২**	**৭৯.৬**	**৮০.৮**	**৮১.২**
১৪. পুনরাবৃত্তির হার	বালক	১২.৮	৬.৪	৬.৪	৬.২
	বালিকা	১২.৪	৬	৫.৮	৫.১
	মোট	**১২.৬**	**৬.২**	**৬.১**	**৫.৬**
১৫. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার	**মোট**	**৯২.৩**	**৯৮.৫**	**৯৮.৫১**	**৯৫.১৮**

২. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমঃ

২.১ প্রশাসন বিভাগ:

১। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা প্রতি বছর নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বাইরে ০৮টি দেশের ১২টি কেন্দ্রসহ সারা দেশের ৭২০০টির অধিক পরীক্ষা কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৭ সালে বিভিন্ন ধরণের ৯৮৬৫১ টি (আটানব্বই হাজার ছয়শত একান্ন) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির ২৮ (আটাশ) লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ২০১৭ সালের পাশের হার ৯৫.১৮%।

২। বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টঃ

সারা দেশের ৬৪৬৮৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহণ করে। ইউনিয়ন/পৌরসভা ও উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রাথমিক ভাবে এই ফুটবল খেলা অনুষ্ঠতি হয়। পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ের বিজয়ী দল বিভাগীয় পর্যায় অংশগ্রহণ করে। বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করে। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়ার, কোচ ও ম্যানেজারকে ট্রাকসুট, কেডস ও মোজা, ক্যাপ এবং খেলোয়ারদেরকে জার্সি প্রদান করা হয়। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের মধ্যে সেরা খেলোয়ারকে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা নগদ অর্থ পুরস্কার দেয়া হয় এবং সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা নগদ অর্থ পুরস্কার দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দলকে ০১ (এক) লক্ষ টাকা প্রাইজ মানি দেয়া হয়। রানার আপ দলকে ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা প্রাইজ মানি দেয়া হয়। ৩য় স্থান অধিকারী দলকে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রাইজ মানি দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দলকে সরকারি অর্থে ঢাকায় আগমণ, যাতায়াত ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

৩। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টঃ

সারা দেশে ৬৪৬৮৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। ইউনিয়ন/পৌরসভা ও উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রাথমিক ভাবে এই ফুটবল খেলা অনুষ্ঠতি হয়। পরবর্তীতে জেলার পর্যায়ের বিজয়ী দল বিভাগীয় পর্যায় অংশগ্রহণ করে। বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করে। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়, কোচ ও ম্যানেজারকে ট্রাকসুট, কেডস ও মোজা, ক্যাপ এবং খেলোয়ারদেরকে বিনামূল্যে জার্সি দেয়া হয়। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের মধ্যে সেরা খেলোয়ারকে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা নগদ অর্থ পুরস্কার দেয়া হয় এবং সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা নগদ অর্থ পুরস্কার দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দলকে ০১ (এক) লক্ষ টাকা প্রাইজ মানি দেয়া হয়। রানার আপ দলকে ৭৫(পঁচাত্তর) হাজার টাকা প্রাইজ মানি দেয়া হয়। ৩য় স্থান অধিকারী দলকে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রাইজ মানি দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দলকে সরকারি অর্থে ঢাকায় অবস্থান, আগমণ, যাতায়াত ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

৪। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহঃ

বছরের প্রথম দিকে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ক্রীড়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের এবং প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি স্বরূপ সনদ ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

৫। আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (জাতীয় পর্যায়):

সারা দেশের ৬৫,২৯৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠতি হয়। পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থী বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থী জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করে।

৬। আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (জাতীয় পর্যায়):

সারা দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রাথমিক ভাবে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠতি হয়। পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ের বিজয়ী শিক্ষার্থী বিভাগীয় পর্যায় অংশগ্রহণ করে। বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থী জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করে।

৭। আন্তঃ পিটিআই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (জাতীয় পর্যায়):

সারা দেশের ৬৬টি পিটিআই এর ইন্সট্রাক্টর, পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রতিযোগীকে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়।

৮। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ পালন (যেমন-বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম দিবস ও ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ইত্যাদি)। জাতীয় দিবসসমূহের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং সরকারি নির্দেশনানুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

৯। জনবল নিয়োগ, সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে পদায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মতে প্রশাসনিক পূর্ণবিন্যাসকরণ, পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ ও বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

১০। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি ও পদায়ন: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলি, যোগদান ও পদায়নের কাজ যথানিয়মে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

১১। যানবাহন সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ:

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের যানবাহন সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ, বিভিন্ন দাপ্তরিক প্রয়োজনে গাড়ী সরবরাহ করা এবং মাঠ পর্যায়ের চাহিদা মোতাবেক যানবাহন বরাদ্দ প্রদান করার যাবতীয় কাজ প্রশাসন বিভাগ এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ২৩৬৯টি মটর সাইকেল সংগ্রহ করা হয়েছে। অধিদপ্তর ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের জন্য ২০টি জীপ এবং ০৯টি মাইক্রোবাস সংগ্রহ করা হয়েছে।

১২। লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার:

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার রয়েছে। এতে যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তকসহ শিক্ষামূলক ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত বিভিন্ন বই-পুস্তক রয়েছে। এতে পাঠকগণ উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়াও সমৃদ্ধ একটি ডকুমেন্টেশন সেন্টার রয়েছে- যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকাশনার কপিসহ দুর্লভ রেকর্ডপত্রসমূহ সংরক্ষিত আছে।

২.২ পলিসি ও অপারেশন বিভাগ:

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে আনন্দময় পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ ও উপকরণ ক্রয় বাবদ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬৪,৯৯৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬৫টি পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) করে মোট ৩২,৫২,৯৫,০০০/- (বত্রিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ পঁচান্নব্বই হাজার টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনায় রেখে আকর্ষণীয়, উপভোগ্য, চিত্তাকর্ষক ও শিশুতোষভাবে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ১১,৯২৫ জন শিক্ষককে ১৫ দিন ব্যাপী 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ' প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় আনতে মাঠপর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা সহায়ক উপকরণ ক্রয় ও বিতরণের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিটি উপজেলায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) করে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অটিজম বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫৮টি উপজেলায় ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটারের আওতায় 'অপুর গল্প' শীর্ষক পথনাটক প্রদর্শন করা হয়েছে। 'National Strategy Action Plan for Neuro-DevelopMental Disorder (NDDs) 2016-21' এর আওতায়

ঢাকার কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় ৪২০ জন প্রধান শিক্ষক এবং ৯০০ অংশীজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৬৭,৯৮৫ জন প্রধান শিক্ষককে অটিজমসহ একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের শূণ্যপদ পূরণের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৮৯৮ জন নন-ক্যাডার প্রধান শিক্ষককে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ঢাকা মহানগরসহ ২৮ টি জেলায় ৭,৫৫২ জন সহকারী শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা পরিচালনা বাবদ ৬৫,২৯৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যেখানে মোট ১৫টি ইভেন্টে প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ শিক্ষার্থী বিদ্যালয় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে।

২.৩ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগঃ

এক নজরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতিঃ

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩)ঃ

ক) অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ	৭,৪৮৫
খ) বড় ধরণের মেরামত	১,৯২৭
গ) উপজেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ ও মেরামত	৩৭৫
ঘ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ	৫০ প্যাক
ঙ) পিটিআই সমূহের সম্প্রসারণ	৮৫ প্যাক
চ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (নীড বেজড)	৩,৮৭৫
ছ) ডিভিশনাল রেস্ট হাউজ নির্মাণ	৪
জ) ইউআরসি মেরামত (চাহিদাভিত্তিক)	৩৮
ঝ) ইউআরসিতে আসবাবপত্র সরবরাহ (চাহিদা ভিত্তিক)	৩৩
ঞ) ইউআরসি নির্মাণ	১৬
ট) থানা শিক্ষা অফিস নির্মাণ	৮
ঠ) নেপ ভবন সম্প্রসারণ	৩ প্যাক
ড) এডুকেশন-ইন-ইমারজেন্সি (বিদ্যা: নির্মাণ)	৬৩১
ঢ) এডুকেশন-ইন-ইমারজেন্সি (বিদ্যা: মেরামত)	৬১৯
ণ) পানির উৎস স্থাপন	৬৫৭৯
ত) ওয়াশব্লক নির্মাণ (মেয়েদের জন্য)	২১৩৫
থ) ওয়াশব্লক নির্মাণ (ছেলেদের জন্য)	৪৮৬৫

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ এ কার্যক্রম সমন্বয়ের মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষ করে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বৈষম্যহীন ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্মত ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৬ হাজার ১৫৯টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণসহ একীভূত শিক্ষা (ইনক্লুসিভ এডুকেশন) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষম বণ্টনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিদ্যালয়ে বালক-বালিকা উভয়ের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু আছে। বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ উপকারভোগী শিক্ষার্থী রয়েছে (লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ)। মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে যা শিক্ষার্থীর মা কিংবা মায়ের অবর্তমানে নিকট স্বজনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। এতে প্রায় ৩৪ লক্ষ শিক্ষার্থী উপকৃত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অংশ হিসেবে এ সকল কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% মহিলা কোটা সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মধ্যে প্রায় ৭১% শিক্ষিকা রয়েছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৫১% ছাত্রী। শিক্ষায় সমাজ উদ্বুদ্ধকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বর্তমানে

বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার আটানব্বই শতাংশেরও বেশি হয়েছে। শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ১৮.৮ হয়েছে।

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এর আওতায় ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বিদ্যালয়গুলোতে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়াশব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় বিদ্যালয়ে ৩৯০০৩টি অতিরিক্ত কক্ষ ও ২৮৫০০টি ওয়াশব্লক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে ৩৯৩০০ টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দু'টি নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছর থেকে ০৫ বছর মেয়াদী উক্ত দু'টি প্রকল্পে ৬৫০০০ কক্ষ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রণীত একটি নীতিমালার আলোকে এডুকেশন ইন ইর্মাজেন্সি (EIE) এর আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডুকেশন ইন ইমারজেন্সি এর আওতায় ৪৫৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরুরি অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মোট ১০ কোটি টাকা প্রদান করা হয় এবং এ কাজ সরাসরি এসএমসি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। এ টাকার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে অস্থায়ী গৃহনির্মাণ/জরুরি মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৫ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ এবং কক্সবাজারে ১০ তলা বিশিষ্ট লিডারশীপ ট্রেনিং সেন্টার (এলটিসি) ভবন নির্মাণের ১ম পর্যায়ের কাজের বৃহদাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় নতুন পিটিআই স্থাপন করা হয়েছে। ১১টি পিটিআইয়ে প্রশিক্ষণকোর্স এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং একটি পিটিআইয়ের ভবন নির্মাণের কাজ শেষপর্যায়ে রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে প্রণীত গাইডলাইনের ভিত্তিতে স্কুল লেভেল ইম্প্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) এবং উপজেলা প্রাইমারী এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অভর্তিকৃত ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী ১ লক্ষ ৯০ হাজার শিশুকে Reaching Out of School Children (ROSC) প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের নৈতিক শিক্ষা সম্প্রগারণে কাব-স্কাউটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যালয়গুলোতে এ কার্যক্রম চালু রয়েছে। স্কুল হেলথ কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বছরে দু-বার শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিবছর দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সকল স্তরের দপ্তরসমূহ এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও উন্নয়ন মেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। প্রতিবছর বৃক্ষরোপণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষার সকলস্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। PEPMIS ডাটাবেইজে তথ্য সন্নিবেশ করাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পিইডিপি-৩ এর আওতায় ৪টি মূল কম্পোনেন্ট এর অধীনে ২৯টি সাবকম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও SDG এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন বিষয় পিইডিপি-৪ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ০৩টি মূল কম্পোনেন্ট এর অধীনে ২১টি সাব কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ও ওয়াশব্লক নির্মাণ, বিদ্যালয় ও উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত উপকরণ/ সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ, প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ইত্যাদি । সার্বিকভাবে বলা যায়, বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারের বাজেট অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

স্লিপ-ইউপেপ (SLIP-UPEP) কার্যক্রমঃ

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের অন্যতম হাতিয়ার হলো স্লিপ কার্যক্রম। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের ৬৩,৯৮১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে (সিএফএসভুক্ত বিদ্যালয় ব্যতিত) ৪০ হাজার টাকা করে মোট ২৫৫ কোটি ৯২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা প্রদান করা হয। এ টাকার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম উন্নতকরণ, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের উন্নয়নসহ স্লিপ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। উল্লেখ্য যে, পিইডিপি৪ এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বিবেচনায় ৪টি ক্যাটাগরিতে বিদ্যালয়প্রতি ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্লিপ গ্র্যান্ট হিসেবে প্রদান করার পরিকল্পনা রয়েছে।

পরিমার্জিত ইউপেপ গাইডলাইনের আলোকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৫৬টি উপজেলা/থানার উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, একজন করে সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা (ইউপেপ) প্রণয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইউপেপ প্রণয়নের জন্য প্রতি উপজেলা/থানায় ১০ হাজার টাকা করে অর্থ প্রদান করা হয়। পিইডিপি৪ এর আওতায় ইউপেপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সুযোগ রয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে Sports for Promoting Equity & Quality of Primary Education বিষয়ক কর্মসূচির অধীন ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে:

ক্র.	কার্যক্রম	অগ্রগতি/ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
১	Sports for Promoting Equity & Quality Primary Education(SPE&QPE) বিষয়ক কর্মসূচির অধীন Activity Based Learning (ABL) Method প্রশিক্ষণের জন্য ২০ জেলায় প্রশিক্ষণ	১৬১১ জন (এইউইও-১১১, প্রধান শিক্ষক- ৫০০, বাংলা শিক্ষক-৫০০, গণিত শিক্ষক-৫০০)	১,৫৭,৪৪,১৫৮/- (এক কোটি সাতান্ন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার এক শত আটান্ন)
২	Sports for Promoting Equity & Quality Primary Education বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল	এইউইও, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য ম্যানুয়াল প্রণয়ন	১,৩৪,৯৭৪/- (এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নয় মত চুয়াত্তুর)
৩	Sports for Promoting Equity & Quality Primary Education বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য ২০ জেলায় মাস্টার কোচ প্রশিক্ষণ	১০০ জন (এডিপিইও-২০, ইউইও/ এইউইও-২০, ইন্সট্রাক্টর (শারিরীক শিক্ষা)-২০, জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক মনোনীত ফুটবল কোচ-২০ ও ক্রিকেট কোচ -২০	১৩,৮৯,৬২৭/–(তের লক্ষ উননব্বই হাজার ছয় শত সাতাশ)
৪	SPE&QPE এর জন্য ৫০০ টি বিদ্যালয়ে School Coach প্রশিক্ষণ	১০০০ জন (পুরুষ শিক্ষক-৫০০, মহিলা শিক্ষক-৫০০)	৫৯,৮৭,৫২০/-(উনষাট লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচ শত বিশ)

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এর আওতায় Improvement of classroom environment including of book corner and materials শীর্ষক কার্যক্রম / School Effectiveness Model (SEM) / Child Friendly School (CFS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে, UNICEF এর আর্থিক ও সার্বিক সহযোগিতায় বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP) এর উপর গুরুত্ব দিয়ে পিছিয়েপড়া ২২টি জেলায় School Effectiveness Model – কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে : ১। জামালপুর, ২। নেত্রকোনা, ৩। সিরাজগঞ্জ, ৪। গাইবান্ধা, ৫। কুড়িগ্রাম, ৬। নীলফামারী, ৭। রংপুর, ৮। খুলনা, ৯। বাগেরহাট, ১০। সাতক্ষীরা, ১১। বান্দরবান, ১২। কক্সবাজার, ১৩। রাঙ্গামাটি, ১৪। খাগড়াছড়ি, ১৫। সিলেট, ১৬। হবিগঞ্জ, ১৭। সুনামগঞ্জ, ১৮। বরগুনা, ১৯। ভোলা, ২০। পটুয়াখালী ২১। মৌলভীবাজার, ২২। শেরপুর । উল্লিখিত ২২টি জেলায় নির্বাচিত ১১৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে School Effectiveness Model – কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

School Effectiveness Model কার্যক্রমে এ পর্যন্ত বছরওয়ারী যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তার তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো:

School Effectiveness Model কার্যক্রমের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য:

অর্থবছর	জেলার সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	বরাদ্দ (টাকায়)	ব্যয়
২০১২-২০১৩	১৭টি	৩৫টি	৬১টি	১,০৮,১৬,৬০০.০০	৯৮,৫৭,৩১০.০০
২০১৩-২০১৪	২০টি	৪৪টি	১৯৫টি	২,৭৬,৭১,৫৬০.০০	২,৭২,১৯,৭৪৯.০০
২০১৪-২০১৫	২০টি		৫৩৮টি	৭,১০,৭৩,৭৮০.০০	৫,৭১,৪৬,৬৯৬.০০

২০১৫-২০১৬	১০টি	২২টি	৩৭১টি	৩,৭৬,২৯,০০০.০০	৩,৭০,৬৬,৭৫৭.০০
২০১৬-২০১৭	২০টি	৪৬টি	৫২৯টি	৪,৯৫,০০,০০০.০০	৪,৮৬,০২,২৩৭.০০
২০১৭-২০১৮	২২ টি		১১৯০	৮৭০০০০০০.০০	৮৬৪৩০০০০.০০

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি:

প্রথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় এক কোটি পঁচিশ লক্ষ শিক্ষার্থকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় প্রয় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রতি স্কুল দিবসে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন বিস্কুট প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, ২০১৮ শিক্ষা বর্ষে ২ কোটি ১৭ লক্ষ শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। রক্ষ প্রকল্পের আওতায় উক্ত শিক্ষাবর্ষে ১,৯৫,৮১৪ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষাভাতা প্রদান করা হয়।

২.৪ প্রশিক্ষণ বিভাগ:

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

ক্রমিক নং	এওপি নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয়	অর্জন (জুলাই/১৭-জুন/১৮) প্রশিক্ষণার্থী (জন)	মন্তব্য
১	০০৪৮	DPEdTraining PTI	৬৬৭৫.০০	৪২২৭.৮৩	১২৬০০	
		DPEdTraining own School			১১৩৯৪	
	০৪৮a	C-in-Ed Training	২০০.০০	১১২.৫২	৪০৪	
২	০০৫০	Need based Sub-Cluster Training	৪০৪৪.০০	৪০৪৩.১৫	সকল শিক্ষক ২ বার	
		Induction Training			২৬৭৫৬	
৩	০৩১a	ICT in Education Training	৩০০০.০০	২৯৯৮.০০	১৯৯৭৫	
৪	০৫১a	Training on Competency Based Items for Teachers	১৮০০.০০	১৮০০.০০	৭৫৫১০	
৫	০০৫২	Subject based Training for Teachers	৮০০০.০০	৭৬৮৪.১৪	১৩১৬৫০	
৬	০০৫৩a	Training on Music	৩৮৩১.০০	৩৮৩০.৪৬	৭৩৮৯০	
৭	০০৫৪	Training on Teachers Support Network (TSN)	২০০.০০	২০০.০০	৭৫৩০	
৮	০২১২	Overseas Training and Study Tour	১৯৪৮.০০	৫৯৫.৯৮	৯৪	
	০২১২a	Higher Studies (Local & Overseas)	১২২০.০০	১২১৯.৫০	৮৬	ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৯ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা এবং University of Bolton এ ১১ জন এবং University of West of the Scottland এ ৩৪ জন কর্মকর্তা মাস্টার্স প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন।

ক্রমিক নং	এওপি নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয়	অর্জন (জুলাই/১৭-জুন/১৮) প্রশিক্ষণার্থী (জন)	মন্তব্য
৯	০৬১a	Teachers Training on PPE	১৫০০.০০	১৪৯৯.০০	৭৫০০	
১০	০৭০b	Training on inclusive education for teachers	২৫০.০০	০.০০	০	
১১	০৩১c	Training on Database for HQ and field offices	৫০.০০	০.০০	০	
১২	০৩৩a	Online Database, Network and Server Security	৫.০০	০.০০	০	
১৩	০২০৮	Modern Office Management Course	৭৫.০০	৩৭.০০	১২০	
১৪	০২০৯	Basic Office Management Course	১৫০.০০	৭৩.৫৭	২৪০	
		Computer Application Course			১০০	
		মোট =	**৩২৯৪৮.০০**	**২৮৩২১.১৫**	**৩৬৭৮৪৯**	

২.৫ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নঃ

পরিদর্শন এবং ই-মনিটরিং ও ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেমঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা- ৩২০০০০টি এবং অর্জন-১০০%। ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণি বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৫ (পাঁচ) প্রকারের সংক্ষিপ্ত ফরম অনুমোদিত হয়েছে ।

পরিদর্শন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মহাপরিচালক মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থায় ই-মনিটরিং ও ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে যা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ অনুযায়ী ই-মনিটরিং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০টি উপজেলা এবং এ বিষয়ে অর্জনের হার শতভাগ । এছাড়া মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের ই-মনিটরিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ৬৪টি জেলায় ৯০টি কর্মশালা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল তন্মধ্যে ৬০টি জেলায় ৮৩টি কর্মশালা ডিপিই ও মাঠ পর্যায়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে, অর্জনের হার প্রায় ৯৩%। সেভ দ্য চিলড্রেন এর আর্থিক ও টেকনিক্যাল সহযোগিতায় ৬৪টি জেলায় সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (এডিপিইও)-দের ই-মনিটরিং ও ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম এর উপর ০২ (দুই) দিনব্যাপী TOT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেক জেলায় এ বিষয়ে একজন এডিপিইওকে (ডিপিইও কর্তৃক মনোনীত) ফোকাল পয়েন্ট করা হয়েছে । ঢাকা মহানগরীর পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ শতভাগ পরিদর্শন ই-মনিটরিং এ্যাপস্ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করছেন । মাঠ পর্যায়ের প্রত্যেক পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে ই-মনিটরিং এ্যাপস্ এর মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য স্মার্ট ডিভাইস ক্রয় প্রক্রিয়া ও পিএসআই শেষ হয়েছে যা অতিশীঘ্রই সকল পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার অনুকূলে সরবরাহ করা হবে। ১৪ মে ২০১৮ তারিখ মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ঢাকা মহানগরীকে পেপারলেস পরিদর্শন ঘোষনা করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর কর্মকর্তাগণ অনলাইনে শতভাগ বিদ্যালয় পরিদর্শন করছেন এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হচ্ছে ।

পরিদর্শন গাইড বুক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও মাঠ পর্যায়ে বিতরণ :

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জনবল, বিস্তার, জনসম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার পর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেন যে, দেশকে সার্বিকভাবে এগিয়ে নিতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সে কারণে তিনি সংবিধানে ১৭ অনুচ্ছেদ সংযোজন করেন। এ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে " রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমূখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

ফলশ্রুতিতে, ১৯৭৩ সালে ৩৬১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ২০১৩ সালে আরও ২৬১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক দিক-নির্দেশনা ও দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals) Goal-2 এর Universal Primary Education অর্জন করে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছেন। ইতোমধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) ঘোষিত হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর Goal-4 এ ঘোষিত মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনকল্যাণমুখী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

সবার জন্য গুণগত মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন অত্যন্ত জরুরি। পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান প্রক্রিয়ার মান পর্যবেক্ষণ, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকদের নির্দেশনা প্রদান করা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অংশীজনের সুপারিশ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত অবহিত করার জন্য একটি গাইডলাইনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছে। শুধুমাত্র বিদ্যমান পরিদর্শন ছকের ভিত্তিতে বর্তমানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পরিদর্শন ছকের অনেক বিষয় সম্পর্কে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সুনির্দিষ্ট ধারণা না থাকায় অনেকক্ষেত্রে গঠনমূলক ও কার্যকর পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। পরিদর্শন গাইডলাইনের মাধ্যমে পরিদর্শনের সকল বিষয় যাতে সকলের নিকট বোধগম্য এবং পরিদর্শনটি কার্যকর হয় তার নিমিত্ত একটি পরিদর্শন সহায়িকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ নির্দেশিকায় পরিদর্শনের ধরণ, পরিদর্শকের গুণাবলী, আচরণবিধি, পরিদর্শনের পূর্বপ্রস্তুতি, পরিদর্শকের করণীয়, পরিদর্শন প্রমাপ, পরিকল্পনা ছক, পরিদর্শন মূল্যায়ন ও রির্পোটিং, একাডেমিক তত্ত্বাবধান ও ই-মনিটরিং ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানগম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন সহায়িকা কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। ইতোমধ্যে পরিদর্শন সহায়িকা মুদ্রণ ও মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (Annual Primary School Census) ও বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (Annual Sector Performance Report):

প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নে প্রতিবছর বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (APSC) প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এটি প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপুর্ন প্রকাশনা। ২০১৭ সালেও বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি প্রতিবেদন (Annual Primary School Census-2016) প্রকাশিত হয়েছে। বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারির তথ্য গবেষণালব্দ ও পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত হয় বিধায় দেশের সকল ক্যাটাগরির (২৭ ক্যাটাগরির) প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষার্থী সংখ্যা, ভূমির তথ্য, স্যানিটেশন ও ওয়াশ-ব্লকসহ পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্লিপ অনুদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, বই বিতরন, উপবৃত্তি প্রদান, ক্যাচমেন্ট এলাকার শুমারিকৃত শিশুদের তথ্য ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য গংগ্রহ করা হয়। যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় সকল তথ্য যেমন: GER, NER, Cycle Dropout Rate, Survival Rate, Repetition Rate, Attendance Rate, Absenteeism Rate, GPI (GER), GPI (NER), Year inputs per graduate সন্নিবেশিত করে প্রতিবছর APSC প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়, তাই এটিকে প্রাথমিক শিক্ষার দর্পন (Mirror) বলা যেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ প্রতিবেদন হচ্ছে বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা Annual Sector Performance Report (ASPR). যা প্রতিবছর প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ২০১৭ সালেও বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (Annual Sector Performance Report) প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও পরিমানগত মানোন্নয়নে বিভিন্ন সূচক যেমন: PSQL (Book distribution, SLIP grant, Assistant Teachers and Sub-Cluster training) এবং KPI (Primary education completion ezamination, Out of school children (boys and girls), Gender Parity Index of GER, GER (EFAs), NER (EFAs) প্রভৃতি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এ সকল সূচকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (Annual Sector Performance Report) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (NSA):

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান কোন পর্যায়ে আছে তা নিরূপণের উদ্দেশ্যে NSA পরিচালনা করা হয়। প্রতি ২ বছর পর পর NSA পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ অনুষ্ঠিত হয় ২০১৭ সালে। ২৯ জানুযারি, ২০১৮ইং ৬৪টি জেলার ৮৮ উপজেলায় মোট -১৬০০ বিদ্যা লয়ে NSA পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতি বিদ্যালয় হতে ৩য় শ্রেণির ২৫জন ও ৫ম শ্রেণির থেকে ২০ জন করে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ২০১৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের Student Assessment Cell (NAC) বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক নিয়োজিত আর্ন্তজাতিক ফার্মের বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায়

অভীক্ষাপদ (Test Item) প্রণয়ন, উপাত্ত বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। NAC-এর তত্ত্বাবধানে স্থানীয় ফার্ম অভীক্ষাপত্র মূদ্রণ, পরীক্ষা পরিচালনা, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে।

২.৬ অর্থ ও সংগ্রহ বিভাগঃ

অর্থ ও সংগ্রহ বিভাগের অর্থ শাখা কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মাঠ পর্যায়ে Training on Accounting System শীর্ষক প্রশিক্ষণের আওতায় ডিপিই এর একাউন্টিং গিস্টেম এবং iBAS++ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে ৮৮১ জনকে সরাগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১টি করে শ্রেণিকক্ষ ডিজিটালকরণের লক্ষ্যে ৫০ হাজাপর ল্যাপটপ, ৩৬৭৪৬টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং ৫১ হাজার সাউন্ড সিস্টেম ক্রয়ের জন্য ৩টি আন্তর্জাতিক ক্রয় দরপত্রের বিপরীতে মোট ১৭টি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন লাইন ডিভিশনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মোট ৫৫টি অভ্যন্তরীণ ক্রয় দরপত্র আহবান করে বিভিন্ন মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্রয় দরপত্রের মোট ৩২টি ই-জিপি পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৭ তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগঃ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষন, ওয়ার্কশপ বিভিন্ন দপ্তরে মেশিনারী দ্রব্য প্রদান, মেরামত, প্রতিস্থাপন ইত্যাদি খাতে অর্থ ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো: অনলাইন ডাটাবেজ এর উপর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের ডিপিইও, এডিপিইও, সহকারি মনিটরিং অফিসার, কম্পিউটার অপারেটর, ইউডিএ/এলডিএ, উপজেলা শিক্ষা অফিসের ইউইও, এইউইও, ইউডিএ/এলডিএ এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ডাটা এন্ট্রি অপারেটরসহ মোট ২৩১৬ জনকে নিয়ে ৩২টি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম (জেলা পর্যায়ে) আয়োজন করা হয়। এছাড়া ৭টি বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং ১৬৩টি ইউইও অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে ই-নথি এর উপর ২১ ব্যাচে ১১২৩ জন এর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র বাংলাদেশে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে ৫৩,৬৮৯টি ল্যাপটপ এবং ২২,১৭৫টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হয়। আরো ৫,২৩২টি ল্যাপটপ বিতরণের জন্য মাঠ পর্যায় থেকে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের তালিকা নেয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই এ তালিকা অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত ল্যাপটপ বিতরণ করা হবে। এছাড়া, ৩৬,৭৪৬টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং ৫১০০০টি সাউন্ড সিস্টেম এর ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ই-মনিটরিং সিস্টেম সর্বত্র চালু করার লক্ষ্যে ৩৭০০টি ট্যাব ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। খুব শীঘ্রই এসকল ট্যাব বিতরণ করা হবে। এছাড়া, ১২টি নতুন পিটিআই এর মধ্যে ১১টিতে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পুরাতন ৫৫টি পিটিআই আইসিটি ল্যাবে আরো ১০টি করে নতুন ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ২টি করে এসি সরবরাহ করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় সরকারি-বেসরকারি সেবার মানোন্নয়ন ও ডিজিটাল সেবার অগ্রগতি প্রদর্শনের অংশ হিসাবে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ মেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলায় অনলাইন সেবা কার্যক্রম যথা: ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেম, শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ডিজিটাল পদ্ধতি, ই-এপিএসসি, অনলাইন বই বিতরণ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি পরীক্ষা প্রাথমিক বৃত্তির রেজাল্ট অনলাইনে প্রকাশ, অনলাইন একাউন্টিং সিস্টেম সফটওয়ার প্রদর্শন করা হয়।

আইসিটি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রাথমিকের ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ২১টি বইয়ের ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের নিমিত্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ডিভিডি প্রেরণ করা হয়েছে।

৬০ হাজারের বেশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে আইসিটি কন্টেন্ট তৈরির বিষয়ে ১২দিন ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.০ এক নজরে প্রকল্প/কর্মসুচির কার্যক্রমঃ

৩.১ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩):

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মগূচি (পিইডিপি-৩) এর মেয়াদ জুলাই ২০১১ এ শুরু হয়ে জুন ২০১৮ মাসে সমাপ্ত হয়। উক্ত কর্মসূচি এর আওতায় ৪টি মুল কম্পোনেন্টের অধিনে ২৯টি সাব কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ওয়াশব্লক নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন, আসবাবপত্র প্রদান, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্লিপ-ইউপেপ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ, পদসৃষ্টিগহ শিক্ষক নিয়োগ, পরিদর্শন ও তত্বাবধান কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য মাঠপর্যায়ে যানবাহন সরবরাহ করা হয়। সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তৃতীয় প্রাথমিক উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ৩) গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে।

৩.২ রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (ROSC):

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারী ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জিওবি	পিএ	মোট
মোট প্রকল্প বরাদ্দ	৫৮০৮.৫৩	১০২৭১৭.২৩	১০৮৫২৫.৭৬
মোট ব্যয় (জুন/২০১৮ পর্যন্ত)	৩৬৭৯.৮১	৭৩৮০৫.৪২	৭৭৪৮৫.২৩
অব্যয়িত অর্থ	২১২৮.৭২	২৮৯১১.৮১	৩১০৪০.৫৩
অগ্রগতি (%)	৬৩.৩৫%	৭১.৮৫%	৭১.৪০%

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

বিবরণ	জিওবি	পিএ	মোট
২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ	১৪০০.০০	২১০০০.০০	২২৪০০.০০
মোট ব্যয় (২০১৭-১৮)	৬৯৬.৬৬	২০৩১৯.৯৯	২১০১৬.৬৫
অব্যয়িত অর্থ (২০১৭-১৮)	৭০৩.৩৪	৬৮০.০১	১৩৮৩.৩৫
অগ্রগতি (২০১৭-১৮) (%)	৫০%	৯৭%	৯৪%

মোট লক্ষ্যমাত্রা:

ক্রমিক	বিবরণ	স্কুল	শিক্ষার্থী
১	উপজেলা (Rural)-১৪৮টি	২১,৩৬১	৭,২০,০০০
২	সিটি কর্পোরেশন (Urban)- ১১টি	২০০০	৫০,০০০
২	PVT-৯০ টি উপজেলা	-	২৫,০০০

জুন/২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্প অগ্রগতি:

ক্রমিক	বিবরণ	স্কুল	শিক্ষার্থী

		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১	উপজেলা (Rural)-১৪৭টি	১৯,৯২৭	৯৩%	৬,৯০,০০০	৯৬%
২	সিটি কর্পোরেশন (Urban)- ১০টি	১,৬৪২	৮২%	৪৮,০০০	৯৬%
২	PVT-৫৬ টি উপজেলা	-	-	১৩,০০০	৫২%

সমাপনি পরীক্ষার তথ্য:

সমাপনী পরীক্ষার সাল	সমাপনি পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী সংখ্যা	উত্তীর্ণ সংখ্যা	পাশের হার	মন্তব্য
২০১৪	৩০,১৯২	২১,৬৬০	৮৭.৫৪%	জিপিএ-৫ প্রাপ্তি-৯৩ জন
২০১৫	২৬,৭১২	২৪,৫৩৫	৯১.৮৫%	জিপিএ-৫ প্রাপ্তি-১৩৭ জন
২০১৭	৩১,৫৮১	২৪,৫৬৯	৭৭.৮০%	জিপিএ-৫ প্রাপ্তি-৬২ জন

৩.৩ দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প:

পটভূমি: বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি তাদের ইমারজেন্সী প্রোগ্রামের আওতায় ২০০১ সালে যশোর জেলায় অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে যশোর জেলার অভিজ্ঞতা ইতিবাচক হওয়ায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচিকে তাদের নিয়মিত কান্ট্রি প্রোগ্রামের অন্তর্ভূক্ত করে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি'র তত্ত্বাবধানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পরামর্শক দ্বারা সম্পাদিত সমীক্ষা পর্যালোচনায় দেখা গেছে যেসকল উপজেলাতে ফিডিং কর্মসুচি চালু ছিল, সেসকল উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থী ভর্তির হার, উপস্থিতির হার, প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার, নন ফিডিং উপজেলার তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেশী ছিল। এ ছাড়া ফিডিং উপজেলায় ড্রপ আউটের হারও নন ফিডিং উপজেলার তুলনায় কম ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি পরিচালিত সমীক্ষা বিবেচনায় নিয়ে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রথমবারের মত অপেক্ষাকৃত দারিদ্র পীড়িত উপজেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্কুল ফিডিং প্রকল্প গ্রহণ করে এবং জুলাই ২০১০ সাল থেকে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এ প্রকল্পে একদিকে যেমন কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে, অন্যদিকে তেমনি একই প্রকল্পের অধীনে নিজস্ব অর্থায়নে ফিডিং কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

প্রকল্পের শুরু থেকেই বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী অংশে বাস্তবায়িত হলেও সরকারি অংশে নভেম্বর ২০১১ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় ৫৬,৬৩৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৩য় সংশোধনীর জন্য ২০ জুন ২০১৭ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে ৩য় সংশোধনী অনুমোদনের অফিস আদেশ প্রদান করা হয়। ৩য় সংশোধনী অনুমোদিত হওয়ায় দেশের দারিদ্র প্রবণ ১০৪টি (জিওবি অংশে ৮২ ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী'র অংশে ২২টি) উপজেলায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১. প্রকল্পের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য:

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র শিশুদের ভর্তি হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ
- প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন

২. প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়ের ধরণ:

- প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণগহ);
- প্রকল্প এলাকার ১৫০০ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও চালুকৃত বিদ্যালয়;
- প্রকল্পভূক্ত শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়;

- প্রকল্প এলাকার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা;

৩. <u>উপজেলা প্রকল্পভুক্তকরণের বৈশিষ্ট্য:</u>

বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী ও বাংলাদেশ ব্যুরো স্টাটিসটিক্স কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত দারিদ্র মানচিত্র (Poverty Map) অনুযায়ী দারিদ্র প্রবণ উপজেলাসমূহ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পটি জুলাই ২০১০ সাল হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি ৩ বারের জন্য সংশোধন করা হয়েছে। প্রতিটি সংশোধনে সরকারি অংশে প্রকল্পের কর্মএলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে। সংশোধনীর বিবরণ নিম্নরুপ:

ক. **১ম সংশোধিত ডিপিপি:**

- প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ১৫৭৭৯৩.১১ (জিওবি: ৮৭৫৭৪.৫০, প্রকল্প সাহায্য: ৭০২১৮.৬১)
- মেয়াদ: জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৪
- কর্মএলাকা: মোট: ৭২ উপজেলা (জিওবি: ৪২ উপজেলা, ডব্লিউএফপি: ৩০ উপজেলা)
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট: ২৬.৪০ লক্ষ (জিওবি: ১৮.৩০ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৮.০৫ লক্ষ)

খ. **২য় সংশোধিত ডিপিপি:**

- প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ৩১৪৫৫২.২০ (জিওবি: ২১৪৫৯৯.৬৫, প্রকল্প সাহায্য: ৯৯৯৫২.৫৫)
- মেয়াদ: জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭
- কর্মএলাকা: মোট: ৯৩ উপজেলা [জিওবি: ৭২ উপজেলা, ডব্লিউএফপি: ২১ উপজেলা (কপি সংযুক্ত)]
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট: ৩৩.৯৪ লক্ষ (জিওবি: ২৮.৫১ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৫.৪৩ লক্ষ)

গ. **৩য় সংশোধিত ডিপিপি:**

২০১৭ সনের ০১ জুলাই হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ২২ টি উপজেলা এবং জিওবি অংশে ৮২টি উপজেলার সংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০১৮ সনের ০১ জানুয়ারি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী অংশের ৩টি উপজেলা জিওবি অংশে হস্তান্তরিত হবে ফলে, জিওবি অংশে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে ৮৫টি এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ১৯টি। ২০১৮ সনের ০১ জুলাই থেকে আরো ৯টি উপজেলা জিওবি অংশে হস্তান্তরিত হবে। সেক্ষেত্রে ২০১৮ সনের ০১ জুলাই থেকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ১০ টি উপজেলা এবং জিওবি অংশে ৯৪টি উপজেলার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ৪৯৯১৯৭.২৯ (জিওবি: ৩৭৩৭০৬.৮২, প্রকল্প সাহায্য: ১২৫৪৯০.৪৭) মেয়াদ: জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০২০।

৫. প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয় ও সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ :

প্রকল্পভূক্ত এলাকার সুবিধাভোগী মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট: ৩১.৬২ লক্ষ (জিওবি: ২৬.৭১ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৪.৯ লক্ষ) এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট: ১৫,৭৮৮টি (জিওবি: ১২,৩৫৬ ও ডব্লিউএফপি: ৩,৪৩২)

<u>০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত কর্ম-এলাকা ও শিক্ষার্থীর</u> <u>সংখ্যা বিবরণ:</u>

- কর্মএলাকা: মোট: ১০৪ উপজেলা (জিওবি: ৮২ উপজেলা, ডব্লিউএফপি: ২২ উপজেলা)
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট: ৩১.৬২ লক্ষ (জিওবি: ২৬.৭১ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৪.৯১ লক্ষ)
- বিদ্যালয় সংখ্যা: মোট: ১৫,৭৮৮টি (জিওবি: ১২,৩৫৬ ও ডব্লিউএফপি: ৩,৪৩২)

<u>০১ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত</u> <u>কর্ম-এলাকা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবরণ:</u>

- কর্ম এলাকা: মোট: ১০৪ উপজেলা (জিওবি: ৮৫ উপজেলা, ডব্লিউএফপি: ২৯ উপজেলা)
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট: ৩১.৪২ লক্ষ (জিওবি: ২৮.২৩ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৩.১৯ লক্ষ)
- বিদ্যালয় সংখ্যা: মোট: ১৫,২৯৬টি (জিওবি: ১২,৯৫২ ও ডব্লিউএফপি: ২,৩৪৪)
- অর্থের উৎস: বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)

৬. স্কুল ফিডিং প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা:

(ক) প্রকল্প স্কুল ফিডিং কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণসহ), শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রত্যেক শিক্ষার্থীদেরকে দৈনন্দিন উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট এক প্যাকেট করে উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। বিস্কুটের একঘেয়েমি দুর করার জন্য এক মাস অন্তর অন্তর ভ্যানিলা ফ্লেভার ও স্কিম্ড মিল্কসহ উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট বিদ্যালয় পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ব খাদ্য কমসূচীর অর্থায়নে পরিচালিত সর্বমোট ১০১টি বিদ্যালয়ের ১৬,৩৭৭ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পাইলট ভিত্তিতে রান্না করা খাবার (মিড ডে মিল) পরিবেশন করা হচ্ছে (বরগুনা জেলাধীন বামনা উপজেলার সকল ইউনিয়নের ৬৫টি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০,৪২৭ জন এবং জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার দুটি ইউনিয়নের ৩৬টি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,৯৫০ জন)।

(খ) প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির বিবরণ (৩য় সংশোধনি অনুয়ায়ী):

বিবরণ	পরিমাণ লক্ষ টাকায়		
	জিওবি	ডিপিএ	মোট
মোট বরাদ্দ (৩য় সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	৩৭৩৭০৬.৮২	১২৫৪৯০.৪৭	৪৯৯১৯৭.২৯
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	২০৩৪৮৬.৫১	১০৯৪৬৬.১১	৩১২৯৫২.৬২
অব্যয়িত অর্থ	১৭০২২০.৩১	১৬০২৪.৩৬	১৮৬২৪৪.৬৭
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের শতকরা হার	৫৪.৪৫%	৮৭.২৩%	৬২.৬৯%

** ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.১৬% (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)।*

গ. বছর ভিত্তিক প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (লক্ষ টাকায়):

অর্থবছর	বরাদ্দ			ব্যয়			
	জিওবি	ডিপিএ	মোট	জিওবি	ডিপিএ	মোট	ব্যয়ের শতকরা হার
২০১০-১১	৫০.০০	৯০৪০.০০	৯০৯০.০০	৬.৮৬	৮৮৯০.০০	৮৮৯৬.৮৬	৯৭.৮৮%
২০১১-১২	১০৪০০.০০	১৩৫৫০.০০	২৩৯৫০.০০	৯৮৭৬.৫৫	১৩৫৫০.০০	২৩৪২৬.৫৫	৯৭.৮১%
২০১২-১৩	২২৯০০.০০	২০১০০.০০	৪৩০০০.০০	২২৮৭৩.৮৬	২০০৯৯.১৭	৪২৯৭৩.০৩	৯৯.৯৪%
২০১৩-১৪	২৮০০০.০০	১৮৩০০.০০	৪৬৩০০.০০	২৭৯৬৫.৬৪	১৮২৯৯.২৭	৪৬২৬৪.৯১	৯৯.৯২%
২০১৪-১৫	২৭০০০.০০	১৪৮৮০.০০	৪১৮৮০.০০	২৬৯০১.৬০	১৪৮৭৮.৩২	৪১৭৭৯.৯২	৯৯.৭৬%
২০১৫-১৬	৩৬১৬৬.০০	১২০০০.০০	৪৮১৬৬.০০	৩৬০৭২.৬৫	১১৯৯৮.৫৭	৪৮০৭১.২২	৯৯.৮০%
২০১৬-১৭	৪১৮৩০.০০	১২১৮০.০০	৫৪০১০.০০	৩৬২৯৬.১৬	১২১৭০.৬৩	৪৮৪৬৬.৯৭	৮৯.৭৪%
২০১৭-১৮	৩৯০০০.০০	৯৪১৮.০০	৪৮৪১৮.০০	৩৭১৪০.৫১	৯৪১৬.১১	৪৬৫৫৬.৬২	৯৬.১৬% (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

৭. প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন:

প্রকল্প পর্যায়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করাসহ ইতোপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং ইআরডি'র সাথে যৌথ মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) নির্বাচন, বিস্কুট ফ্যাক্টরী নির্বাচন, বিস্কুটের মান যাচাই করার জন্য Quality Control Agency নির্বাচন, মনিটরিং, প্রশিক্ষণগহ অন্যান্য কাজে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম নিম্নোক্তভাবে হয়ে থাকে:

- অধিদপ্তর/প্রকল্প অফিস/বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি যৌথভাবে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে থাকে।
- প্রকল্প অফিস পৃথকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে।
- ডব্লিউএফপি পৃথকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে।
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করেন।
- সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করেন।
- সংশ্লিষ্ট এনজিও'র ফিল্ড মনিটর কর্তৃক প্রকল্প এলাকার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিমাসে দুইবার নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হয়।
- প্রকল্প এলাকায় নিয়োজিত প্রতিটি এনজিও প্রতিমাসে মনিটরিং প্রতিবেদন প্রকল্প কার্যালয়/বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করে থাকে।
- বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় প্রতি বছর পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও চলমান বছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে প্রোগ্রাম রিভিউ ওয়ার্কশপ করা হয়।
- ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকল্প কার্যক্রমে মনিটরিং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।
- প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প এলাকার বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক/এসএমসি সদস্য/স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়।
- এছাড়াও প্রকল্প কার্যালয় থেকে নিয়মিতভাবে সরাগরি প্রধান শিক্ষকবৃন্দের সাথে টেলিফোনে কথা বলেও প্রকল্প কার্যক্রম মনিটর করা হয়।

৮. <u>প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গৃহীত অর্জন:</u>

- শিক্ষার্থী ভর্তি শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে।
- উপস্থিতির হার পূর্বের তুলনায় গড়ে ৫% থেকে ১৩% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থার অনুকূল পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে।
- শিক্ষার গুণগতমানে অনুকূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।
- ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আইএমইডি'র নিবিড় পরিবীক্ষন (In-depth Monitoring) প্রতিবেদনে সারাদেশে পর্যায়ক্রমিকভাবে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম সম্প্রগারণের জন্য গুপারিশ করা হয়েছে।
- শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে বাংলাদেশের শিশুরা আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছে।

৩.৪ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়):

পটভূমি: প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি এবং ১৯৯৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প চালু করা হয়। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি ও উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক প্রভাব বয়ে আনে। তারই ধারাবহিকতায় সরকার দেশব্যাপী উক্ত কর্মসূচি সম্প্রসারণপূর্বক কর্মসূচি দুটিকে একীভূত করে ২০০২ সালে চালু করে "প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প"। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের সুফল বিবেচনায় ২০০৮ সাল থেকে পুনরায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়) গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এ সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা ব্যতিরেকে গ্রামীণ এলাকার অস্বচ্ছল পিতা-মাতার সন্তান (৭৮,৭০,১২৯ জন ছাত্র-ছাত্রী) উপবৃত্তি সুবিধাভোগীর আওতাভুক্ত ছিল। জুন ২০১৫ সালে ২য় পর্যায় প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সরকার দুই বছর মেয়াদে (২০১৫-২০১৭) পৌরগভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পযায়) গ্রহণ করে। ৩য় পর্যায় প্রকল্পে সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ৩০ লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে পরবর্তীতে যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ্যে নির্ধারণ করা হয়।

২। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ভর্তিহার বৃদ্ধিকরণ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ;
- প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তি হার বৃদ্ধিকরণ;

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছেলেমেয়েদের শিশুশ্রম রোধ, দারিদ্র্য বিমোচন;
- নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ;
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন;
- শহরের কর্মজীবী শিশুদের বিদ্যালয়ে আনয়নে উৎসাহিতকরণ।
- সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ।

৩। প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯
৪। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ৬৯২৩০৫.৫৪ লক্ষ টাকা
৫। লক্ষ্যমাত্রা: ১ কোটি ৪০ লক্ষ, সমগ্র বাংলাদেশ
৬। উপবৃত্তির আওতাভুক্ত বিদ্যালয়সমূহ নিম্নরূপ:

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদরাসা;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হওয়া ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী;
- হাই মাদরাসা গংলগ্ন স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদরাসা;
- হাইস্কুল সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রাক প্রাথমিক;
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়;
- সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদরাসা।

৭। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়)-এর উপবৃত্তির হার:
প্রকল্পের আরডিপিপিতে নিম্নোক্ত হারে উপবৃত্তি নির্ধারণ করা আছে-

শ্রেণি	এক শিক্ষার্থী বিশিষ্ট পরিবার	দুই শিক্ষার্থী বিশিষ্ট পরিবার	তিন শিক্ষার্থী বিশিষ্ট পরিবার	চার শিক্ষার্থী বিশিষ্ট পরিবার
১ম-৫ম শ্রেণি	১০০	২০০	২৫০	৩০০
৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি	১২৫	২৫০	৩৫০	৪০০
প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি	৫০	১০০	১২৫	১৫০

৮। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৪৫০০০.০০ লক্ষ টাকা
ব্যয়	:	১৪৪৬৪৮.৫১ লক্ষ টাকা
আর্থিক অগ্রগতি	:	৯৯.৭৬%
বাস্তব অগ্রগতি	:	৮৮.২৭%
প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	:	৬০.৯২%

৯। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিতরণ তথ্য:

মোট শিক্ষার্থী : ১ কোটি ১০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫৬৩ জন
সুবিধাভোগী মা : ৯০ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫৯ জন
মোট বিতরণকৃত অর্থ : ১১৬৬ কোটি ৯৭ লক্ষ ২৫ হাজার
মোবাইলে বিতরণ : ১১৫৮ কোটি ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার

ম্যানুয়াল বিতরণ : ৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮৫ হাজার

১০। মোবাইল ব্যাংকিং-এর অর্জন:

নব্বই লক্ষেরও অধিক মা/সুবিধাভোগীদের মোবাইল অ্যাকাউন্ট ডাটাবেজ যা প্রয়োজনে সরকারের অন্যান্য কার্যক্রম ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রেরণের জন্য মা/অভিভাবকদের তুলনামূলকভাবে সময়ের অপচয় রোধ ও কম ভোগান্তি হয়। মোবাইল অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ভুয়া শিক্ষার্থীর পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ভুয়া সুবিধাভোগীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কার্ড অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ১,১৪,৩৭,০৩৭ জন। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোবাইল ব্যাংকিং-এ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ১,১০,৫৪,৫৬৩। শিক্ষার্থীর মায়ের নামে মোবাইল অ্যাকাউন্ট খোলায় মায়েরা ব্যাংকিং প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন যা নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করছে। মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগী মা/অভিভাবকগণ মোবাইলসহ অন্যান্য প্রযুক্তির সঙ্গে অধিকতর পরিচিত হচ্ছে যা ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। মোবাইল অ্যাকাউন্টটি মা/অভিভাবকগণ সাধারণ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো ব্যবহার করতে পারবেন। এতে মায়েদের অর্থ সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়বে।

১১। উপবৃত্তি প্রকল্পের সার্বিক অর্জন:

- ভর্তিহার বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার হ্রাস পেয়েছে;
- পাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে;
- শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে;
- প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে;
- নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে, মায়ের মোবাইল অ্যাকাউন্টে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করায় শিক্ষার্থীগণ সরাসরি উপকৃত হচ্ছে;
- প্রকল্পভুক্ত স্কুলসমূহ নিয়মিত মনিটরিং হচ্ছে ফলে শিক্ষার গুণগত মানের দৃশ্যত উন্নতি হয়েছে।

৩.৫ চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক অতিরিক্ত ৪০,০০০ শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ।
খ) ৮০০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জল ও সেনিটেশন সুবিধা তৈরি।
গ) ৩৬৫০০টি শ্রেণী কক্ষে উঁচু-নিচু বেঞ্চ এবং ৩৫০০টি শিক্ষক কক্ষে চেয়ার টেবিল আলমিরা ইত্যাদি সরবরাহ।
ঘ) শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিকরণ।
ঙ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষণ শিখন মান উন্নীত করণ।
চ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করণ।
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২
মোট প্রকল্প ব্যয় : ৯১২৩ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা।

*** এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়**

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৩৪৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জুলাই-জুন পর্যন্ত ব্যয় : ২৩৬ কোটি ৭০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা।
* ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে স্থানীয় গরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৩২১টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের লক্ষ্যে এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ১১১৭টি ওয়াশব্লক নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। বর্তমানে ৯২২টি বিদ্যালয় ও

৩০১টি ওয়াশব্লক নির্মাণের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটি পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত হওয়ার পর প্রায় ১৯ লক্ষ শিক্ষার্থী এর উপকারভোগী হবে।

৩.৬ চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

প্রকল্পের নাম : চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২২।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (সহযোগী সংস্থা এলজিইডি ও ডিপিএইচই)।

প্রকল্প ব্যয় : ৫৭৪০.৫৯৪৫ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়ন)।

প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ২৫,০০০ টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ২৩,০০০টি শ্রেণিকক্ষে ও ২,০০০টি শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ এবং ৫,০০০টি ওয়াশব্লক ও ডিপ টিউবয়েল নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে ভৌত কাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬,৬৪০টি নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরের RADP-তে ৩৭৯.১৭ কোটি টাকার বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৮৮.০৪৪২ কোটি টাকা।

৩.৭ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প:

এ প্রকল্পটি জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের আওতায় মোট ১৪৯৫টি বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে। জমি সংক্রান্ত আইনগত জটিলতার কারণে ৫টি বিদ্যালয় নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। নির্মিত বিদ্যালয়গুলোতে ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রম চালু করা হয়েছে। "বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের লক্ষ্য হল বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ (Access) সৃষ্টি করাসহ শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করা। আলোচ্য প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নে সন্নিবেশিত হলঃ

প্রকল্পের সার্বিক তথ্য ঃ

১. প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ জুলাই ২০১০-জুন ২০১৮
২. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	ঃ জুলাই ২০১০-জুন ২০১৮
৩. প্রকল্পের আওতায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মোট লক্ষ্যমাত্রা	ঃ ১৫০০টি
৪. প্রকল্পের মোট স্থাপিত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ঃ ১৪৯৫টি
৫. মামলাজনিত কারণে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়নি	ঃ ০৫টি
৬. লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়নের হার	ঃ ৯৯.৬৬%
৭. প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	ঃ ৯০৫৭৪.৯৪ লক্ষ টাকা
৮. প্রকল্পের মোট ব্যয়	ঃ ৮১৫৬০.০৮ লক্ষ টাকা
৯. বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়ের হার	ঃ ৯০.০৪%
১০. মোট সৃজিত শিক্ষকের পদ সংখ্যা	ঃ ৭৪৭৫টি

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সার্বিক তথ্য ঃ

১. প্রকল্পের আওতায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা	ঃ ১২৭টি
২. স্থাপিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ঃ ১২৭টি
৩. লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়নের হার	ঃ ১০০%
৪. মোট বরাদ্দ	ঃ ১৮০০ লক্ষ টাকা
৫. মোট ব্যয়	ঃ ১৬৭৩.৪২ লক্ষ টাকা
৬. বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়ের হার	ঃ ৯২.৯৬%

৩.৮ পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় নতুন পিটিআই স্থাপন প্রকল্পঃ

১। প্রকল্পের নাম : ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, লালমনিরহাট, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, শেরপুর, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন প্রকল্প।

২। প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৭ (২য় আরডিপিপি)
: ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) : ২য় আরডিপিপি অনুযায়ী ব্যয়- ২৬৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা

৪। অর্থায়নের উৎস: বাংলাদেশ সরকার (জিওবি ঃ ২৬৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা)।

৫। প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য : ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং বছরে ১,৫৮৪ জন শিক্ষককে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ: ২২ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা।

৭। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মোট ব্যয়: ১৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা।

৮। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : জুন' ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: ২৪১ কোটি ৭৬ লক্ষ ১২ হাজার টাকা।
ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব গড় অগ্রগতি: ৯৪%

এক নজরে জুন /২০১৮ পর্যন্ত প্যাকেজওয়ারি অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ

ক্রমিক নং	পিটিআই এর নাম	নির্মাণধীন ৫টি প্যাকেজের অগগ্রতি %						
		ক) একাডেমি কাম প্রশাসনিক ভবন খ) সুপার বাস ভবন গ)এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল ভবন	পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ	আসবাবপত্র সরবরাহ	অভ্যন্তরীণ রাস্তা,ড্রেন, চুল্লি,গেইট বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	বৈদ্যুৎতিক সাব-স্টেশন নির্মাণ ও স্থাপন	গড় অগ্রগতি %	মন্তব্য
১.	লালমনিরহাট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
২.	গোপালগঞ্জ	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৩.	ঝালকাঠি	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৪.	রাজবাড়ী	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৫.	মেহেরপুর	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৬.	শরীয়তপুর	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৭.	শেরপুর	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৮.	নারায়ণগঞ্জ	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৯.	নড়াইল	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
১০.	খাগড়াছড়ি	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
১১.	বান্দরবান	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
১২.	ঢাকা	১০ তলা ভবনে একাডেমিক কাম প্রশাসনিক, হোস্টেল, সুপার ও সহকারী সুপারের বাস ভবন, অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম, সাউন্ড সিস্টেম, রেস্ট হাউস ও সেমিনার কক্ষ, অভ্যর্থনা কক্ষ, অতিথি কক্ষ, ৪টি লিফট ইত্যাদিসহ সকল সুবিধাদি আছে।					৮৫%	স্যানেটারী, Electrical Work, টাইলস্, জানালার থাই, Facing Bricks, রঙের কাজ চলমান আছে।
		সীমানা প্রাচীর নির্মাণ					৭৬%	কাজ চলমান

৩.৯ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি):

এ প্রকল্পের আওতায় মোট ১৭০টি সরকারি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনগুলোতে চাহিদার ভিত্তিতে আসবাবপত্রও সরবরাহ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারএ্যাকটিভ হোয়াইট বোড প্রদান ও বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে (গ্রিড অথবা সোলার প্যানেল স্থাপন)। প্রকল্পটি জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।

৩.১০ ইংলিশ ইন এ্যকশন প্রকল্প:

প্রকল্পটি ডিসেম্বও ২০১৮ মাসে সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৪২,০০০ শিক্ষক ইংরেজি বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ডিএফআইডি এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩.১১ চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪):

কর্মসূচির নাম : চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রকল্প ব্যয় : ৩৮,৩৯৭১৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২৫৫৯১৫৭.০০, পিএ: ১২৮০৫৫৯.০০)।
প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।
অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার ও ৮টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ।
মোট কম্পোনেন্ট : ৩টি।
সাব-কম্পোনেন্ট : ২১টি।
পিইডিপি-৪ এর আওতায় ০৩টি কম্পোনেন্টের অধীনে নিম্নোক্ত ২১টি সাব-কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হবে।

4th Primary Education Development Program (PEDP-4) at a glance

Main objective of PEDP-4: Provide quality primary education for all children from pre-primary up to grade 5 through an inclusive and equitable education system.

- Project Period: July 2018-June 2023
- Estimated cost of the project (Taka in lakh):
  Total 3839716.00 (GOB 2559157.00, PA 1280559.00)
- 8 Development Partners: WB, ADB, DFID, EU, GAC (Canada), DFAT (Australia), JICA and UNICEF. Besides, Technical support by UNESCO and USAID support to Autism component.
- 21 sub-components will be implemented under 3 components.

3 Components:

Component-1: Quality Teaching-Learning

- Harmonized and strengthened Curriculum
- Competency based textbooks and teaching learning materials
- Recruitment and deployment additional teachers (56000 including 26000 PPE teachers). Music Teachers- 2583 and Physical Teachers-2583 will be recruited.
- Teachers Education/ Training
- Continuous Professional Development (CPD)
- ICT in Education (Laptops, multi-media for 65000 schools and ICT materials for institutions & offices with training etc)
- Establish a permanent system for assessment and examination

- Improve school readiness of all children aged 5 years (Pre-primary education)

Component-2: Access and Participation

- Need based Infrastructure Development
- Need based Furniture for schools, offices and other institutions
- Maintenance and repair
- Ensuring water, sanitation and hygiene
- Second Chance Education (SCE) for out of school children
- Special education for children with disabilities
- Education in Emergencies and promote School Safety to manage emergencies
- Communication and Social Mobilization for Education

Component-3: Management, Governance and Finance

- Strengthened Data System for decision making
- Institutional Strengthening through Decentralization, Implementation of ODCBG
- Implement School Level Improvement Plan (SLIP) and Upazilla Primary Education Plan (UPEP)
- Strengthened Budget System aligned with program framework and MTBF.
- Strengthened Procurement and Financial Management